সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ নিপা সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। বিভিন্ন কারণে প্রায়ই সে বিষণ্ন থাকে। স্কুলে যেতে তার ভালো লাগে না। পড়াশোনায় মন বসাতে পারে না। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছে তার।

[সকল বোর্ড-২০১৫]

ক. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাকে বলে? ১

খ. সমাজকাঠামো প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের নিপার সমস্যাটির কারণ উদঘাটনের জন্য সমাজবিজ্ঞানের কোন গবেষণা পদ্ধতিটি উপযুক্ত? আলোচনা কর। ৩

ঘ. সমাজ গবেষণায় উক্ত পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধাসমূহ মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের দক্ষ উপায়কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা হয়।

খ সমাজকাঠামো বলতে সমাজস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝায়।

সমাজ কী কী উপাদান দ্বারা কীভাবে গঠিত হয় সেটাই সমাজকাঠামোর মূল বিষয়। ব্যক্তিকে নিয়েই মানবসমাজ গঠিত। অতএব সমাজকাঠামো বলতে, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক বা ব্যাক্তি কর্তৃক গঠিত শ্রেণি বা গোষ্ঠীর মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ককে বোঝায়। এ সম্পর্ক প্রতিফলিত হয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়ে।

গ নিপার সমস্যাটির কারণ উদঘাটনের জন্য সমাজবিজ্ঞানের ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিটি উপযুক্ত।

সমাজ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো ঘটনা অনুধ্যান। সাধারণত একাধিক প্রপঞ্চ বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে একটি সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টাকে বলা হয় ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি। কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধ্যয়নে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নিপা সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। বিভিন্ন কারণে প্রায়ই সে বিষণ্ন থাকে। স্কুলে যেতে তার ভালো লাগে না। পড়াশোনায় মন বসাতে পারে না। জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছে। নিপার এ সমস্যার কারণ উদঘাটনে ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিটি উপযুক্ত। এর মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের অস্বাভাবিকতার কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধানে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে নিপার এ ধরনের আচরণের কারণ ঘটনা অনুধ্যানের মাধ্যমে খুঁজে বের করে এর সমাধান দেয়া সম্ভব। সুতরাং আমরা বলতে পারি, ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে নিপার সমস্যার কারণ উদঘাটন করা সম্ভব।

ঘ সমাজ গবেষণায় উক্ত পদ্ধতি তথা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিটির যেমন অনেক সুবিধা রয়েছে তেমনি রয়েছে বেশ কিছু অসুবিধা।

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিতে গবেষক যেকোনো কৌশল অবলম্বন করতে পারেন, এজন্য তাকে কোনো ধরাবাঁধা নিয়মে আবদ্ধ থাকতে হয় না। গবেষক বিভিন্ন কেসকে বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন এবং পর্যালোচনা করে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাধারণীকরণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিতে গবেষণার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও অধ্যয়ন করা যায়। যার ফলে কোনো সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

সামাজিক গবেষণা কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কাজ হলো গবেষণা ব্যয়, সময়, জনশক্তি প্রভৃতির দিকে খেয়াল রাখা। এ সকল দিক বিবেচনায় ঘটনা অনুধ্যান হচ্ছে অধিকতর আদর্শ, উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিতে গবেষকের ওপর ধরাবাঁধা কোনো নিয়মের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এবং তথ্য বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গবেষকের পক্ষপাতের ছাপ পড়ে থাকে। ঘটনা অনুধ্যানের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যসমূহ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ তথ্য সরবরাহকারী অনেক সময় গবেষকের ইচ্ছা ও আগ্রহকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজের খেয়াল-খুশিমতো উত্তর প্রদান করে থাকে। ফলে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিতে তথ্যের পরিমাণগত মাত্রা যাচাইয়ের অভাব থাকে। কারণ এতে এতো বেশি তথ্যের সমাবেশ থাকে যা সঠিকভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির বেশ কিছু অসুবিধা থাকলেও সমাজ গবেষণায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত।

প্রশ্ন ▶ ২ শফিক পড়াশুনা শেষ করে একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছে। এখানে তাকে নিম্নোক্ত কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে করতে হয়।

সমস্যা নির্বাচন → অনুকল্প গঠন → তথ্য সংগ্রহ →
তথ্য প্রক্রিয়াকরণ → ফলাফল বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি।

◀ *শিখনফল-৩ ও ৪*

ক. চলক কী? ১

খ. কার্যকারণ সম্পর্ক বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে শফিকের কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন গবেষণা পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবর্তনশীল রাশিকে চলক বলে।

খ কার্যকারণ হচ্ছে এমন বিষয় যাকে অস্বীকার করে বস্তুজগতের বিবিধ বিবরণ রচনা করা যায়, কিন্তু বিজ্ঞান হয় না। অর্থাৎ কার্যকারণ সূত্র অনুযায়ী কোনো ঘটনা অকারণে ঘটে না। কোনো ঘটনা তখনই ঘটে যখন সেটি ঘটবার উপযোগী শর্ত থাকে। এ কারণে বিজ্ঞানীরা ঘটনাকে দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেন। এর একটি কারণ এবং অপরটি কার্য। বিজ্ঞান কার্যকারণের ওপর নির্ভরশীল।

গ শফিকের কার্যক্রমে আমার পাঠ্যবইয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বিষয়বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের উদ্দেশ্যে সব বিজ্ঞানই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। আর এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে গবেষককে কতগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে কতগুলো পর্যায় পার হতে হয়। এ স্তরগুলোই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরগুলো হলো- সমস্যা নির্বাচন, সমস্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ, অনুসিদ্ধান্ত প্রণয়ন, অনুসিদ্ধান্ত যাচাই এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা।

উদ্দীপকে শফিক পড়াশুনা শেষ করে একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে যেখানে তাকে সমস্যা নির্বাচন, অনুকল্প গঠন, তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ফলাফল বিশ্লেষণ এবং, প্রতিবেদন তৈরির কাজ করতে হয়। উপরের আলোচনার সাথে এই বিষয়গুলোর তুলনামূলক আলোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য উদ্দীপকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রদত্ত ছকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উক্ত বিষয়টি অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সমাজবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা হলো সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা। কিন্তু কোনো বিষয়কে বিজ্ঞান হতে হলে অবশ্যই তাকে কতগুলো স্তর অতিক্রম করতে হবে। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য প্রজ্ঞা, ধীশক্তি, নির্দেশনা বা ধারণার জন্ম নয়, বরং জ্ঞানের উদ্ভাবন। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে।

সমাজবিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে প্রথমে গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করা হয়। তারপর নির্ধারিত বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস, অনুসিদ্ধান্ত প্রণয়ন এবং যাচাইয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করে একটি সাধারণ সূত্রে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা চালায়। এ অর্থে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে অভিহিত করা যুক্তিসংগত।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্তরগুলোর প্রয়োগ সমাজবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩ সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক জাকারিয়া সামাজিক গবেষণা কাজে বেশ অভিজ্ঞ। তিনি সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। ইদানিং তিনি সমাজ সম্পর্কিত গবেষণায় ও অনুশীলনে সংখ্যাতাত্ত্বিক রীতি, সূচক সংখ্যা, পরিসংখ্যান প্রভৃতি উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সংগৃহীত তথ্যাবলির বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করে থাকেন। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী নির্দেশ করে? ১

খ. সামাজিক গবেষণার শেষ ধাপটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জাকারিয়া সাহেবের পড়ানোর বিষয়টি বিজ্ঞান হলেও তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয়- ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাকারিয়া সাহেবের উক্ত বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহের বিচার বিশ্লেষণপূর্বক জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা চালায়।'— এ বক্তব্যের যথার্থতা আলোচনা করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

খ সামাজিক গবেষণার শেষ ধাপটি হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী। অর্থাৎ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রণীত কল্পনাটি যদি তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয় অথবা সাধারণীকরণ সম্ভব হয়, তাহলে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। যেমন— বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধকরণে শিক্ষার্থীদের মনোভাব ইতিবাচক সাড়া দান করবে। মূলত এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা গবেষণামূলক তথ্যের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। অবশ্য গৃহীত তথ্য বিপরীত সিদ্ধান্তে আসতে পারে। ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে গবেষণা কাজটি শেষ হয়।

গ উদ্দীপকে জাকারিয়া সাহেবের বিষয়টি হলো সমাজবিজ্ঞান। আর সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান হলেও তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয়। কারণ সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয় অবস্তুগত ও বিমূর্ত। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু বস্তুগত ও বাহ্যিক। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয় সামাজিক মানুষ তথা সামাজিক সম্পর্ক যার গবেষণা কোনো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চালানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তুকে পরীক্ষাগারে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে করা সম্ভব। সমাজবিজ্ঞানে একই বিষয় বার বার গবেষণা করলে গবেষণার ফলাফলে তারতম্য ঘটা সম্ভব। অপরপক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ফলাফল প্রধানত একই হয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি বিজ্ঞান হলেও এটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয়।

ঘ জাকারিয়া সাহেবের সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহের বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা চালায়। এ বক্তব্যের যথার্থতা নিম্নে আলোচনা করা হলো—

বিজ্ঞান হলো বিশেষ জ্ঞান। সাধারণত বিজ্ঞান বলতে নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অর্জিত জ্ঞানকে বোঝায়। এ প্রসঙ্গে চিতাম্বর বলেন, বিজ্ঞানের দুটি উপাদান রয়েছে। ১. যাচাইকৃত জ্ঞান, ২. অধ্যয়নের পদ্ধতি যা বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারাবাহিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। এককথায়, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো প্রজ্ঞা, ধীশক্তি, নির্দেশনা বা ধারণার জন্ম দেওয়া নয় বরং জ্ঞানের উদ্ভাবন। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে প্রথমে গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যসমূহের শ্রেণিবিন্যাস, কল্পনা প্রণয়ন এবং তা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয় এবং তার ভিত্তিতে একটি সাধারণ সূত্রে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

সুতরাং বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহের বিচার বিশ্লেষণপূর্বক জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা চালায় এ বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪ মাস্টার্সের ছাত্র শোয়েব-এর গবেষণার বিষয় ছিল, 'চট্টগ্রামের লোহাগড়া উপজেলার মানুষের বর্তমান পেশা ও আয়ের সাথে একশ বছর পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা'। এ গবেষণার জন্যে সে প্রথমে চট্টগ্রামের সমাজকাঠামো সংক্রান্ত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং সরকারি দলিল-দস্তাবেজ থেকে একশ বছর পূর্বের লোহাগড়া এলাকার মানুষের পেশার ধরন ও আয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তী ধাপে সে বর্তমানের পেশা ও আয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তুলনা করার মাধ্যমে তার গবেষণাটি শেষ করে। ◀ *শিখনফল-৫*

ক. সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি কোনটি? ১

খ. ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের শোয়েব তার গবেষণায় প্রথম যে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে সেটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শোয়েব দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে, সেটি বিশ্লেষণ করে মতামত দাও যে, দুটি পদ্ধতির মধ্যে কোনটি উত্তম? ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রাচীন পদ্ধতি হলো দার্শনিক পদ্ধতি।

খ সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে একাধিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে একটি সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টাকে বলা যায় ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি।

এ পদ্ধতিতে সমাজের এক বা একাধিক ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা, অবস্থাকে একক হিসেবে বিবেচনা করে গবেষণা কার্য সম্পাদিত হয়। এ পদ্ধতির প্রধান কৌশলগুলো হলো সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা, অনুসূচি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, পত্রিকার প্রতিবেদন, জীবন ইতিহাস, আত্মজীবনী ইত্যাদি।

গ শোয়েব তার গবেষণায় প্রথমে ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে অতীত সমাজের ঘটনা, সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান সমাজের পটভূমি, প্রকৃতি এবং ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞান অনুসন্ধান। ঐতিহাসিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে গবেষককে প্রকাশিত রচনাবলির সাহায্য নিতে হয়। এক্ষেত্রে তিনি সমাজ গবেষণার বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, গবেষণা রিপোর্ট, সরকারি দলিল-দস্তাবেজ, ঐতহাসিক গ্রন্থ বা রিপোর্ট ইত্যাদির সাহায্য নেন। বস্তুত, ঐতিহাসিক পদ্ধতিতেই সমাজ বিশ্লেষণ করতে গেলে গবেষককে মাধ্যমিক ডাটা বা Secondary Source এর ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

উদ্দীপকের শোয়েব তার গবেষণাটির মধ্যে প্রথমে সে গবেষণা এলাকার অর্থাৎ চট্টগ্রামের সমাজকাঠামো সংক্রান্ত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, সরকারি দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি মাধ্যম থেকে একশ বছর পূর্বের এ এলাকার মানুষের পেশার ধরন ও আয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। যা ঐতিহাসিক পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, শোয়েব গবেষণার প্রথম পর্যায়ে ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে শোয়েব তার গবেষণার দ্বিতীয় ধাপে লোহাগড়া উপজেলার মানুষের বর্তমান পেশা ও আয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং পূর্বের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে তুলনা করে। সুতরাং বলা যায় শোয়েব দ্বিতীয় ধাপে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল।

তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে তুলনামূলক পরীক্ষা চালানো হয়। একটি সমাজের ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান তথা গোটা সমাজ অন্য সমাজ থেকে কতটা ভিন্নধর্মী বা কতটা সমধর্মী সে সম্পর্কে গবেষণা করতে হলে তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয়। তুলনামূলক পদ্ধতির একটি বিশেষ গুরুত্ব হচ্ছে এই যে, পদ্ধতিটি বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বুঝতে সাহায্য করে। অধিকন্তু সমাজভেদে মানুষের সামাজিক আচরণের মধ্যে কোন ধরনের তারতম্য সৃষ্টি হয় তা এই পদ্ধতির মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। তুলনামূলক পদ্ধতিতে একই যুগের বিভিন্ন সমাজের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেমন সম্ভব তেমনি একই সমাজের অতীত এবং বর্তমানের মধ্যেও একটি তুলনামূলক গবেষণা সম্ভব।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক পদ্ধতির গুরুত্ব অনেক। আধুনিক বাংলাদেশের সমাজকাঠামো বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা, বর্তমান বাংলাদেশের সমাজকাঠামো বিগত সমাজের গর্ভেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাছাড়া সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত পাঠ ও গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি বেশ সহায়ক।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজ গবেষণায় তুলনামূলক পদ্ধতির চেয়ে ঐতিহাসিক পদ্ধতি উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ৫ জনাব 'ক' নিজে দীর্ঘদিন যাবত সাতক্ষীরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা, বসবাসেরধরন, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে জানার জন্য তিনি তাদের সাথে একাকার হয়ে মিলেমিশে ঐ সমাজের সবকিছু খুঁটি-নাটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। ◀ *শিখনফল-৫*

ক. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী? ১

খ. 'পরিবার একটি শ্বাশত বিদ্যালয়' কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর অনুসৃত গবেষণাকর্মটি সামাজিক গবেষণার কোন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উক্ত গবেষণা পদ্ধতিটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কতটা উপযোগী বলে তুমি মনে কর? পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের দক্ষ উপায়কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে।

খ সমাজের কাঙ্ক্ষিত সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য মৌলিক শিক্ষা শিশু প্রাথমিকভাবে পরিবার থেকে লাভ করে বলে পরিবারকে শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয় বলা হয়।

পরিবারেই শিশুর প্রাথমিক জীবনের ভিত গড়ে ওঠে এবং পরিবারই শিশুর অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। জন্মের পর শিশু গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। মা শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা। আচার-আচরণ, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিকতা, ধর্মীয় বিধিবিধান, চাল-চলন, কথা-বার্তা ও ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো শিশু পরিবার থেকেই গ্রহণ করে। যার কারণে পরিবারকে শিশুর শ্বাশত বিদ্যালয় বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর অনুসৃত গবেষণাকর্মটি সামাজিক গবেষণার অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি মূলত সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। এ পদ্ধতিতে গবেষক কোনো একটি বিশেষ সমাজের সংস্পর্শে আসেন। একজন আবাসিক নৃবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ঐ সমাজের একজন অতিথি সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন বসবাস করেন। এর ফলে তিনি ঐ সমাজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং ঐ সমাজের ভাষা আয়ত্ত করে সেখান থেকে তার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করে থাকেন।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' গবেষণার স্বার্থে সাতক্ষীরা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সাথে গভীরভাবে মিশে সে অঞ্চলের মানুষের জীবিকা, বসবাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি জানার চেষ্টা করেন। জনাব 'ক' এর এমন কাজ উপরে আলোচিত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতেও দেখা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব 'ক' এর গবেষণাকর্মটি অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কিছু অসুবিধা থাকলেও এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনেকাংশে উপযোগী বলে আমি মনে করি।

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা অতি সহজে সমাজের যে কোনো সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা যায়। এক্ষেত্রে গবেষক নিজেই পুরো গবেষণাটি পরিচালনা করতে পারেন। এর ফলে তিনি অধিক বাস্তবমুখী তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। সরাসরি জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে তাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। গবেষক নিজেই গবেষণা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন বলে এতে তথ্য সংগ্রহ নির্ভুল হয়। কিছু কিছু সমাজবিজ্ঞানীরা নৃবিজ্ঞানের এ পদ্ধতিটির উপযোগিতা অনুধাবন করেন এবং সমাজ গবেষণায় কেউ কেউ এ পদ্ধতিটির প্রয়োগ করে থাকেন।

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বেশ কিছু সুবিধা থাকলেও এর অসুবিধাও রয়েছে। এ পদ্ধতি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য। অনেক সময় গবেষণার জন্য দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে গবেষণা বিলম্বিত এবং ব্যয়বহুল হয়। তাছাড়া এর পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায়, বেশ কিছু অসুবিধা থাকলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সঠিক তথ্য লাভের জন্য অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরি একটি গবেষণা পদ্ধতি।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৬ মিজান সাহেবের তত্ত্বাবধানে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে একটি গবেষণায় কয়েকজন শিক্ষার্থী একমত হলেন যে, তাদের গবেষণার জন্য এমন একটি পদ্ধতি বেছে নিবেন সেটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাধান করা যেতে পারে। মিজান সাহেব শিক্ষার্থীদের এ পদ্ধতিকে বস্তুনিষ্ঠ, সূক্ষ্ম, বিশ্লেষণধর্মী ও তাত্ত্বিক পদ্ধতি বলে উল্লেখ করেন। ◀ *শিখনফল-২ ও ৩*

ক. কীসের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী প্রণীত হয়? ১

খ. ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষার্থীগণ সামাজিক গবেষণায় কোন পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতির প্রধান স্তরসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

প্রশ্ন ▶১ ড. মাহবুবা নাসরিনের গবেষণার বিষয় 'দুর্যোগ মোকাবিলায় নারীর অগ্রণী ভূমিকা'। এর আগে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দুর্যোগ নারীকে ঝুঁকিগ্রস্ত ও অসহায়রূপে পাওয়া যায়। তিনি সরেজমিনে বন্যাদুর্গত এলাকা পর্যবেক্ষণ করেন এবং লক্ষ করেন কিভাবে নারীরা নিজস্ব কৌশল, অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশে প্রাপ্ত দ্রব্যাদিকে কাজে লাগিয়ে তাদের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখে।

◀ *শিখনফল: ৩ ও ৫*

ক. 'যাচাই সাপেক্ষ' বলতে কী বোঝ? ১

খ. পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে পার্থক্য কী? ২

গ. ড. মাহবুবা নাসরিন কোন গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ড. মাহবুব নাসরিনের মতো তোমার এলাকার একটি দুর্যোগ পরিস্থিতিকে সমস্যা নির্বাচন করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির ধাপগুলো ব্যাখ্যা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাচাই সাপেক্ষ বলতে বোঝায় প্রাপ্ত ফলাফল পূর্বে প্রণীত প্রকল্পের সাথে কতটুকু সত্য তা যাচাই করা। A

খ পদ্ধতি হলো গোটা কাজটি কীভাবে করতে হয় তার পন্থা, অন্যদিকে কৌশল হলো ঐ পদ্ধতি বা পন্থা অনুসরণ করতে যে উপায় অবলম্বন করতে হয়। কৌশলের তুলনায় পদ্ধতি বেশ ব্যাপক। একই পদ্ধতির একাধিক কৌশল থাকতে পারে। A

গ ড. মাহবুবা নাসরিন জরিপ গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন বলে আমি মনে করি। A

কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করার কৌশলকে জরিপ বলে। জরিপ সামাজিক গবেষণার একটি পদ্ধতি, এটি গঠনমূলক কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত এমন একটি সমবেত প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী জনগণ, তাদের অবস্থা ও বিরাজমান সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও অবস্থা নির্ণয়ের জন্য গবেষণা কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

উদ্দীপকের ড. মাহবুবা নাসরিন সরেজমিনে একটি বন্যাদুর্গত এলাকা পর্যবেক্ষন করেন এবং লক্ষ করেন কীভাবে নারীরা নিজস্ব কৌশল, অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশ প্রাপ্ত দ্রব্যাদি কাজে লাগিয় তাদের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখে। ড. মাহবুবার এ পর্যবেক্ষণটি জরিপ পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ জরিপ পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় এবং সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, যা জরিপ পদ্ধতিতেই লক্ষণীয়। তাই বলা যায়, ড. মাহবুবা নাসরিন জরিপ গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

ঘ আমার এলাকায় একটি দুর্যোগ পরিস্থিতিকে সমস্যা হিসেবে নির্বাচন করে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির ধাপগুলো অতিক্রম করব তা নিম্নরূপ : A

ক. **সমস্যা নির্বাচন:** গবেষক তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী গবেষণার বিষয় নির্বাচন করতে পারেন। বিষয়টি এমন হতে পারে যে ইতোমধ্যে তা নিয়ে গবেষণা চলছে কিন্তু তা সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদান করছে না। সমস্যা হতে হবে নির্দিষ্ট পরিসরে যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ. **প্রাথমিক প্রস্তুতি:** গবেষক এ স্তরে সমস্যার সাথে সম্পর্কিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ, পুস্তক সংগ্রহ করবেন। এগুলোর আলোচনা ও বিশ্লেষণ তার গবেষণাকে নানাভাবে সহায়তা করবে।

গ. **নমুনা নির্বাচন:** নমুনা হলো সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বকারী অংশ। একটা উদাহরণ দিলে ধারণাটি স্পষ্ট হবে। এক হাঁড়ি ভাতের মান বিচারে এক চামচ ভাত পরীক্ষা করতে হয়। এই এক চামচ ভাতই হলো এক হাঁড়ি ভাতের প্রতিনিধিত্বকারী অংশ। গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষককে সমগ্রকের সব একক নিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই তাকে নুমনায়নের পদ্ধতি বেছে নিতে হয়।

ঘ. **গবেষণার পদ্ধতি নির্বাচন:** গবেষণা কার্যক্রম শুরুর আগেই গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে হয়।

ঙ. **তথ্যের প্রকৃতি নির্বাচন:** গবেষণা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত রেখে কোন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে গবেষককে সে বিষয়ে পূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কেননা, তথ্যের ওপর নির্ভর করেই প্রশ্নমলা প্রণয়ন করতে হয়।

চ. **জরিপ কার্যক্রম সংঘটিতকরণ :** এ পর্যায়ে গবেষক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাঠকর্মী নিয়োগদান করেন এবং প্রশ্নমালা ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তার বিশ্লেষণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ছ. **রিপোর্ট তৈরির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ :** এ স্তরে গবেষক বিশ্লেষণকৃত তথ্যের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।

উপর্যুক্ত ধাপগুলো অতিক্রম করার মধ্য দিয়েই আমি আমার গবেষণা কাজ শেষ করব।

প্রশ্ন ▶২ রফিক সাহেব উচ্চশিক্ষিত ও আন্তর্জাতিক মানের এন.জি.তে কর্মরত। তিনি যে বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন পেশাগত জীবন সেটির প্রয়োগও যথার্থভাবে করতে পারছেন। একজন সমাজকর্মী হিসেবে গ্রামীণ জীবনে ক্ষমতা কাঠামো, অপরাধ, দুর্নীতি, মর্যাদা ও শ্রেণিসম্পর্ক এবং গ্রাম্য আত্মহত্যা বিষয়ক বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে তিনি গবেষণা করে থাকেন।

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. ম্যাকাইভারের মতে, মানসিক ঘটনা কী? ১

খ. সমাজবিজ্ঞান বিকাশে জিয়ামবাতিস্তা ভিকোর অবদান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রফিক সাহেবের বর্ণিত উক্ত বিষয়টি কি একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান? এ সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৩

ঘ. রফিক সাহেবের উক্ত বিষয়টি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'—এ বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাকাইভারের মতে, সমাজজীবনের যা কিছু একজন জীবিত মানুষ করে বা ভোগ করে, যা কিছু ইতিহাস ও অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় তার সবই হলো মানসিক ঘটনা।

খ ইতালিতে সমাজবিজ্ঞান বিকাশে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তার মধ্যে জিয়ামবাতিস্তা ভিকো অন্যতম।

ভিকো তার প্রতিষ্ঠিত নববিজ্ঞানে জাতিসমূহের সাধারণ প্রকৃতি নিয়ে যে আলোচনা করেন তা সমাজবিজ্ঞান বিকাশে অসামান্য অবদান রাখে। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন এবং বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ ও পাঠের মাধ্যমে সমাজ বিকাশের সূত্রাবলিকে আবিষ্কার করা যায়। তার উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে অনবদ্য অবদান রাখে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়।

আশিক সাহেব তার পাঠ্য বিষয় থেকে জ্ঞান লাভ করে গ্রামীণ জীবনে ক্ষমতা কাঠামো, অপরাধ, দুর্নীতি, মর্যাদা ও শ্রেণিসম্পর্ক এবং গ্রাম্য আত্মহত্যা বিষয়ক বিভিন্ন সামাজিক সিদ্ধান্তগুলো নিজ হাতে সুন্দরভাবে পরিচালনা করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞান এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সে বিচারে আশিক সাহেবের পঠিত বিষয়টি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহের বিচার বিশ্লেষণপূর্বক জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা চালায়। এ অর্থে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে অভিহিত করা চলে। তথাপি সমাজবিজ্ঞান ঠিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয়, তবে এটি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে থাকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে যেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাজবিজ্ঞান সেভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে করতে পারে না। তবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সূত্রকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ফলে এর বিষয়বস্তু বাস্তবসম্মত ও তথ্যনির্ভর হয়।

তাই আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান মূলত একটি সামাজিক বিজ্ঞান; এটি কোনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়।

ঘ আশিক সাহেবের শিক্ষালাভকৃত বিষয় তথা সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ সমাজের এক একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন। সমাজবিজ্ঞান মানবসমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে। ব্যক্তি, সামাজিক গোষ্ঠী, প্রথা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে। এজন্য বলা হয় সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজকাঠামো সম্পর্কিত পাঠ। আর এজন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র বা অঙ্কশাস্ত্রের মতো সমাজবিজ্ঞানকে একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত ও প্রয়োগ করা যায়। সমাজবিজ্ঞান কেবল সমাজের প্রপঞ্চ বা ঘটনাবলির আলোচনাই করে না বরং ঐ প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালায়। তাই সমাজবিজ্ঞান একটি বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— এ বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩ ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার গ্রামগুলোতে সম্প্রতি যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রকট আকার ধারণ করেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়,এ উপজেলায় বছরে শতকরা ৯৯ জনের বিবাহ যৌতুকের বিনিময়ে সম্পন্ন হয়। সামাজিক এ প্রথার রহস্য উদঘাটনের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একদল গবেষক শৈলকূপায় আসলেন। এ লক্ষ্যে তারা কেস স্টাডি হিসেবে গবেষণা শুরু করলেন।

◀ *শিখনফল: ৫*

ক. দার্শনিক পদ্ধতির প্রবক্তা কে?

খ. নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত পদ্ধতি ছাড়াও অন্য কোন পদ্ধতিগুলো গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার নিমিত্তে ব্যবহার করা যায়? যুক্তিসহ উপস্থাপন করো।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দার্শনিক পদ্ধতির প্রবক্তা হলেন ম্যাক্স ওয়েবার।

খ যে পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক দীর্ঘদিন গবেষণাস্থলে অবস্থান করে গবেষণাধীন সমাজ বা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভরশীল তথ্য সংগ্রহ করেন তাকেই নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি বলে।

এ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষককে গবেষণাধীন সমাজ বা এলাকায় দীর্ঘদিন অবস্থান করতে হয়, তাদের ভাষা শিখতে হয় এবং এলাকার মানুষদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংকট উত্তরণে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া হয়েছে।

সামাজিক গবেষণায় সামাজিক সমস্যা অধ্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি। এ পদ্ধতি দ্বারা সমাজ গবেষকগণ কোনো সামাজিক পরিস্থিতি সমষ্টি ও ব্যষ্টিকে যাচাই করে থাকেন। এ পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে একটি সাধারণ সূত্রে আসার চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতিতে গবেষক সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রশ্নপত্র, জীবনবৃত্তান্ত কৌশলগুলো ব্যবহার করে থাকেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই; ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার গ্রামগুলোতে যৌতুক প্রথা ও বাল্যবিবাহ কারণ উদঘাটনের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একদল গবেষক সেখানে গিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এ জন্য তারা কেস স্টাডি হিসেবে গবেষণা শুরু করলেন। অর্থাৎ কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে তারা এ সমস্যার সঠিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন।

সুতরাং বলা যায়, কেস স্টাডির সাহায্যে সম্পূর্ণ ঘটনার সাধারণ ধারণা দেওয়া সম্ভব।

ঘ কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি ছাড়াও নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক জরিপ ও পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণাটি সম্পন্ন করা সম্ভব।

যৌতুক ও বাল্যবিবাহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য গবেষকগণ শৈলকূপা উপজেলার গ্রামগুলোতে অবস্থান করতে পারেন। গবেষণার এ পদ্ধতিটি নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষকগণ বাল্যবিবাহ যৌতুক প্রথার মূল কারণ প্রত্যক্ষভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন।

কোনো সমাজের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন কৌশলে তথ্যাবলি সংগ্রহ, তথ্যাবলির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে জরিপ পদ্ধতি। তাই গবেষকগণ শৈলকূপার গ্রামগুলোতে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথার কারণ উদঘাটনের জন্য জরিপ পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারেন। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কৌশলে বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের কারণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। তারপর সেই তথ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন।

পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য গাণিতিক পরিমাপ করা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ এ পদ্ধতির প্রয়োগ করে শৈলকূপা উপজেলার বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে পারেন। এছাড়া এ দুটি বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কও তারা নির্ণয় করতে পারবেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শৈলকূপা উপজেলার গ্রামগুলোতে যৌতুক প্রথা ও বাল্যবিবাহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য গবেষকগণ সামাজিক জরিপ, নৃতাত্ত্বিক এবং পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶৪ সুরভি তার পিএইচডি ডিগ্রির প্রয়োজনে মুরং সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা করছে। সে গবেষণার প্রয়োজনে তার এক মুরং বন্ধুর বাড়িতে দীর্ঘদিন অবস্থান করে তাদের জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। সে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। *◀ শিখনফল: ৫*

ক. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী? ১

খ. প্রকল্প (Hypothesis) বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুরভি গবেষণায় কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'যথাযথ পদ্ধতি নির্বাচনের ওপর গবেষণার মান নির্ভর করে– তুমি কি এর সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের দক্ষ উপায়ই হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

খ গবেষণা সমস্যার মধ্যকার ধারণাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের মাধ্যমে গবেষণা সমস্যা সমাধানের একটি আনুমানিক বিবৃতিই হলো প্রকল্প বা অনুসিদ্ধান্ত।

মূলত প্রকল্প হলো দুটি প্রত্যয় বা ধারণার মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে একটি বিবৃতি, যা প্রমাণসাপেক্ষে গৃহীত হতে পারে, আবার তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হলে সে প্রকল্প বাতিল বলে গণ্য হতে পারে। গবেষণার অনুসন্ধানযোগ্য বিষয় চিহ্নিতকরণ ও তার কার্যোপযোগীকরণের পাশাপাশি গবেষণার প্রকল্প গঠন একটি যৌক্তিক পদক্ষেপ।

গ সুরভি গবেষণায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।

সাধারণভাবে কোনো সমাজ বা সংস্কৃতির নানা আচরণ, রীতিনীতি ও কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ঐ সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কৌশলকেই বলা হয় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ। প্রতিদিনকার স্বাভাবিক জীবনপ্রণালির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে কোনো গবেষক যখন কোনো জনগোষ্ঠীর মাঝে অবস্থান নিয়ে নানা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তখন একে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সুরভি তার পিএইচডি ডিগ্রির প্রয়োজনে মুরং সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা করছে। গবেষণার প্রয়োজনে সে তার এক মুরং বন্ধুর বাড়িতে দীর্ঘদিন থেকে তাদের জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। সুরভির গবেষণা পদ্ধতি পাঠ্য বইয়ের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, সুরভি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণাকার্য সম্পন্ন করেছে।

ঘ 'যথাযথ পদ্ধতি নির্বাচনের ওপর গবেষণার মান নির্ভর করে' বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

সমাজ গবেষণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে গবেষণা পদ্ধতির বিকল্প নেই। কেননা গবেষণা পদ্ধতি ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা ফলপ্রসূ ও পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করতে পারে না। তাই জ্ঞান অর্জন এবং তার বাস্তব প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় মানুষ একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে ও একটা পন্থা বের করে। কিন্তু স্থির লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট পন্থাই যথেষ্ট নয়। সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে একটি সঠিক পথ ও কার্যকরী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যা ত্বরান্বিত করবে উদ্দেশ্যকে। গবেষণার বিষয়বস্তুর ওপর নির্ধারণ করে গবেষককে প্রথমে সঠিক ও উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। যেমন– আমরা যদি কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে চাই তাহলে আমাদের ঐ জনগোষ্ঠীর সাথে অবস্থান করতে হবে। আবার আমরা যদি কোনো বিশেষ বিষয়ে তথা সমাজের প্রয়োজনে কোনো সামাজিক সমস্যার ওপর তথ্য সংগ্রহ করতে চাই, সেক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ হবে। আবার যখন কোনো এক বা একাধিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা হয় সেক্ষেত্রে কেস স্টাডি পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। আবার বিভিন্ন জনসমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতির পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য তুলনামূলক পদ্ধতি অধিক কার্যকরী হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গবেষণার সফলতা নির্ভর করে সঠিক গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচনের ওপর।

প্রশ্ন ▶৫ সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক কিবরিয়া সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। ইদানিং তিনি সমাজ সম্পর্কিত গবেষণায় ও অনুশীলনে সংখ্যাতাত্ত্বিক রীতি, সূচক সংখ্যা, পরিসংখ্যান প্রভৃতি উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সংগৃহীত তথ্যাবলির বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করে থাকেন। *◀ শিখনফল: ৪*

ক. প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী নির্দেশ করে? ১

খ. সামাজিক গবেষণার শেষ ধাপটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কিবরিয়া সাহেবের উক্ত বিষয়টি বিজ্ঞান হলেও তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয়- ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'কিবরিয়া সাহেবের উক্ত বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহের বিচার বিশ্লেষণপূর্বক জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা চালায়।'— এ বক্তব্যের যথার্থতা আলোচনা করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

খ সামাজিক গবেষণার শেষ ধাপটি হলো ভবিষ্যদ্বাণী, যা গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। গবেষক গবেষণার মাধ্যমে যে ফলাফল পেয়ে থাকে তার ভিত্তিতে সমস্যা সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করতে পারেন। ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করতে হলে, অনুসিদ্ধান্তটি তথ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হয়।

গ উদ্দীপকে কিবরিয়া সাহেবের বিষয়টি হলো সমাজবিজ্ঞান। আর সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান হলেও তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয়।

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয় অবস্তুগত ও বিমূর্ত। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু বস্তুগত ও বাহ্যিক। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয় সামাজিক মানুষ তথা সামাজিক সম্পর্ক, যার গবেষণা কোনো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চালানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তুকে পরীক্ষাগারে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে করা সম্ভব। সমাজবিজ্ঞানে একই বিষয় বার বার গবেষণা করলে গবেষণার ফলাফলে তারতম্য ঘটা সম্ভব। অপরপক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ফলাফল প্রধানত একই হয়। সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি ততটা উন্নত নয়। অপরপক্ষে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ব্যবহৃত পদ্ধতি বেশ উন্নত। এছাড়াও সমাজবিজ্ঞানে গবেষণাধীন বস্তুসমূহের ইচ্ছামাফিক একটির সাথে অপরটির মিলন ঘটিয়ে এদের রাসায়নিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ প্রায় সম্ভব নয় কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সকল স্তর অনুসরণ করলেও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এবং কার্য-কারণ সম্পর্কের দিক থেকে অমিল থাকার কারণে সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান হলেও তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয়।

ঘ সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সকল স্তর অনুসরণ করে এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বোণী করে থাকে। এক্ষেত্রে বলা যায়, প্রশ্নে উল্লিখিত উক্তিটি যথার্থ।

বিজ্ঞান হলো বিশেষ জ্ঞান। সাধারণত বিজ্ঞান বলতে নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অর্জিত জ্ঞানকে বোঝায়। এ প্রসঙ্গে চিতাম্বর বলেন, বিজ্ঞানের দুটি উপাদান রয়েছে। ১. যাচাইকৃত জ্ঞান, ২. অধ্যয়নের পদ্ধতি যা বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারাবাহিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।

এককথায়, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো প্রজ্ঞা, ধীশক্তি, নির্দেশনা বা ধারণার জন্ম দেওয়া নয় বরং জ্ঞানের উদ্ভাবন। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে প্রথমে গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যসমূহের শ্রেণিবিন্যাস, কল্পনা প্রণয়ন এবং তা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয় এবং তার ভিত্তিতে একটি সাধারণ সূত্রে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহের বিচার বিশ্লেষণপূর্বক জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা চালায় এ বক্তব্যটি যথার্থ।